খেয়া ঘাটের তালিকা

ক্রম	খেয়াঘাটের নাম	উপজেলার নাম	ক্রম	খেয়াঘাটের নাম	উপজেলার নাম
০১	লেংড়াগঞ্জ	গফরগাঁও	২৪	তুলন্দর	ঈশ্বরগঞ্জ
০২	খুরশিদমহল/গলাকাটা তৎসহ খেয়া	গফরগাঁও	২৫	সুতিয়া	ঈশ্বরগঞ্জ
০৩	কলেজ ঘাট (চরআলগী)	গফরগাঁও	২৬	উচাখিলা	ঈশ্বরগঞ্জ
০৪	চরকামারিয়া তৎসহ চর মাধাখালী	গফরগাঁও	২৭	সোহাগী	ঈশ্বরগঞ্জ
০৫	বাগুয়া	গফরগাঁও	২৮	ভালুকাপুর	গৌরীপুর
০৬	রৌহা	গফরগাঁও	২৯	কাজির পানাটি	গৌরীপুর
০৭	মাইজহাটি (আব্দুল্লাহ বাজার)	গফরগাঁও	৩০	দাদড়া	ফুলপুর
০৮	কদমরসুলপুর	গফরগাঁও	৩১	রূপসী	ফুলপুর
০৯	দত্তের বাজার লামকাইন	গফরগাঁও	৩২	বিয়ারাঙ্গা	ফুলপুর
১০	জয়ধরখালী	গফরগাঁও	৩৩	ঢাকুয়া	ফুলপুর
১১	চাকুয়া	গফরগাঁও	৩৪	বয়রাতলী	ফুলপুর
১২	পাথলাসি	গফরগাঁও	৩৫	হরিয়াগাই তৎসহ ঢাকুয়া	ফুলপুর
১৩	বাসিয়া	গফরগাঁও	৩৬	ডেফুলিয়া তৎসহ বাঁশতলা	হালুয়াঘাট
১৪	মুখী বাজার	গফরগাঁও	৩৭	শাকুয়াই বড়ইকান্দি	হালুয়াঘাট
১৫	টাংগাব বাজার খেয়াঘাট (ময়মনসিংহ জেলার অংশ)	গফরগাঁও	৩৮	দেওয়ানগঞ্জ	নান্দাইল
১৬	বামুনখালী বটতলা বাজার খেয়াঘাট (ময়মনসিংহ জেলার অংশ)	গফরগাঁও	৩৯	কলসিন্দুর তৎসহ নিতাই	ধোবাউড়া
১৭	ইমামবাড়ি	গফরগাঁও	৪০	গোদারিয়া	ধোবাউড়া
১৮	বালিপাড়া তৎসহ মাধাখালী শাখা	ত্রিশাল	৪১	পোড়াকান্দুলিয়া	ধোবাউড়া
১৯	কাশীগঞ্জ ফুলবাড়িয়া	ত্রিশাল	৪২	ঘাঘাটিয়া	ধোবাউড়া
২০	কালিগঞ্জ কালির বাজার	ত্রিশাল	৪৩	কাটাখালি	ধোবাউড়া
২১	বাইগুনবাড়ি ব্রহ্মপুত্র	সদর	৪৪	গোয়াতলা তৎসহ ফুটকাই	ধোবাউড়া
২২	ছত্রপুর	সদর	৪৫	ভালুকা	ভালুকা
২৩	সুতিয়াখালী তৎসহ বয়ড়া	সদর			

খেয়াঘাট ইজারার শর্তাবলি

(১) জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ-এর তহবিলে সিডিউলের মূল্য জমা দিয়ে ব্যাংক স্ক্রল এ অফিসে দাখিল পূর্বক সিডিউল সংগ্রহ করা যাবে এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ হতে নগদ মূল্যে সিডিউল সংগ্রহ করা যাবে।

(২) ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের জন্য (১ জুলাই, ২০২৬ হতে ৩০ জুন, ২০২৭ পর্যন্ত) ০১ (এক) বছর সময়ের জন্য ইজারা প্রদান করা হবে। মেয়াদ শেষে ইজারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

(৩) দরপত্র দাখিলকারীদের নিজ নিজ দরপত্রের দেয় দরের শতকরা ১২৫% ভাগ (দেয় দর ১০০% + ভ্যাট ১৫% ও আয়কর ১০% সহ) টাকা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ এর অনুকূলে যে কোন তফসিলি ব্যাংকের ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার/বি.ডি আকারে দরপত্রের সঙ্গে দাখিল করতে হবে ও খামের উপর খেয়াঘাটের ক্রমিক নম্বর ও নাম উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দর গৃহীত হওয়ার ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে দরপত্রদাতাকে নিজ খরচে ৩০০/-টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। চুক্তি সম্পাদনের পর কার্যাদেশ প্রদান করা হবে। ব্যর্থ হলে দরপত্র বাতিলপূর্বক জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(৫) অকৃতকার্য দরপত্র দাতার ব্যাংক ড্রাফট ফেরতযোগ্য হবে। কেবল সর্বোচ্চ দরপত্র দাতার দরপত্র জেলা পরিষদ মাসিক সভায় অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত তার ব্যাংক ড্রাফট ফেরত দেয়া হবে না। তবে তিনি বর্ধিত হারে ইজারা নিতে চাইলে পরবর্তী টেন্ডার গ্রহণের তারিখে সিডিউল ক্রয়পূর্বক অতিরিক্ত টাকার ব্যাংক ড্রাফট জমা দিতে পারবেন।

(৬) ইজারাদারগণ কোন ক্রমেই ইজারাপ্রাপ্ত খেয়াঘাট অন্য কারো নিকট পুনঃইজারা (সাবলীজ) দিতে পারবেন না। ইজারাদার কর্তৃক অন্য কারো নিকট সাব-লীজ দেয়া প্রমাণিত হলে লীজ বাতিল পূর্বক ইজারার সমুদয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। এ ব্যাপারে ভিন্ন কোন ওজর আপত্তি চলবে না।

(৭) ইজারাপ্রাপ্ত খেয়াঘাট মাসুল আদায়ের অনুমোদিত রেইট চার্টের তালিকা **"জেলা পরিষদ খেয়াঘাট"** শিরোনামে ঘাটের প্রকাশ্য স্থানে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে ইজারাদারকে নিজ খরচে টাঙ্গিয়া রাখতে হবে। কেবল অনুমোদিত সরকারী রেইট চার্ট অনুযায়ী মাশুল আদায় ছাড়া অতিরিক্ত হারে অন্য কোন প্রকারের আর্থিক সুবিধা আদায় করতে পারবেন না।

(৮) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা জেলা পরিষদ কর্তৃক আরোপিত এবং পরবর্তীতে জারীকৃত সকল প্রকার আদেশ নির্দেশ পালন করতে ইজারাদার সার্বক্ষণিক বাধ্য থাকবেন। তদুপরি সরকার কর্তৃক সময় সময় খেয়াঘাট সম্পর্কিত যে সকল নির্দেশ জারী করা হবে সে সকল নির্দেশ মানতে বাধ্য থাকবেন।

(৯) ইজারাদারগণ খেয়াঘাটে রশিদের মাধ্যমে মাশুল আদায় করবেন।

(১০) ইজারাদারগণ খেয়াঘাটে নিজ খরচে পরিদর্শন বহি সংরক্ষণ করবেন। জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় জেলা পরিষদ খেয়াঘাট পরিদর্শনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

(১১) দরপত্রে লেখা কাটাকাটি হইলে অনুস্বাক্ষর করতে হবে। ঘষামাজা লেখার উপর লেখা দরপত্র গ্রহণ করা হবে না। দরপত্রের প্রতি পৃষ্ঠা পাঠ করে দরপত্র দাতাকে স্বাক্ষর করতে হবে, অন্যথায় দরপত্র অনিয়মিত বলে বাতিল যোগ্য হবে।

(১২) খেয়া পারাপারের জন্য প্রত্যেক ঘাটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নৌকা ও সরঞ্জামাদি সর্বদাই প্রস্তুত রাখতে হবে।

(১৩) নদ নদীর পানি উঠানামার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রী সাধারণের চলাচলের জন্য বোট বা এপ্রোচ রোড ইজারাদারকে নিজ খরচে তৈরী, সংরক্ষণ ও নিশ্চিত করতে হবে।

(১৪) কর্তৃপক্ষ যদি সর্বোচ্চ ডাক অনুমোদন না করেন কিংবা কোন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা কোন আদালত ইজারা বাতিল করেন তাহলে ইজারাদারের জমাকৃত অর্থ হতে ঘাট দখলকৃত সময়ের জন্য আনুপাতিক হারে অর্থ কর্তন করে বাকী অর্থ ইজারাদারকে ফেরত দেয়া হবে।

(১৫) জেলা পরিষদের কর্মকর্তা/কর্মচারী, সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর গাড়ীর মাশুল, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী এবং ০৫ বছর বয়সের নীচে শিশুর নিকট হতে কোন মাশুল আদায় করা যাবে না।

(১৬) ইজারাদারকে নিজ খরচে যাত্রী সাধারণের বসার নিমিত্ত অস্থায়ী ভাবে বিশ্রামাগার বা সেড নির্মাণ করতে হবে।

(১৭) দরপত্রে ইজারার টাকা পর্যাপ্ত না হলে পরবর্তীতে পুনঃ দরপত্র আহবান করা হবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিবারের সর্বোচ্চ দরদাতার জমাকৃত টাকা ইজারা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জমা থাকবে এবং এতে প্রতিবারের সর্বোচ্চ দর দাতাদের কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

(১৮) নতুন ইজারাদার কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী নৌকা ও অন্যান্য উপযুক্ত ব্যবস্থা বন্দোবস্ত রাখবেন।

(১৯) দর দাখিলের পূর্বে খেয়াঘাট প্রয়োজনবোধে সরজমিন পরিদর্শন আবশ্যক।

(২০) উপরিউক্ত কোন একটি শর্ত/শর্তাবলীর বরখেলাপ হলে ইজারা বাতিল করে জমাকৃত সমুদয় টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অবশিষ্ট সময়ের জন্য বিধি অনুযায়ী ইজারা কার্যক্রম/অন্যবিধ যৌক্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(২১) কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ যেকোন দরপত্র গ্রহণ ও বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০২.০৬.২০২৬
(শাহ্ মোঃ কামরুল হুদা)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ
০২৯৯৬৬-৬৫৮৬৪(অফিস)
ceozpmym@gmail.com

পুকুরের তালিকা

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	পৌরসভা/ ইউনিয়নের নাম	গ্রাম/পুকুরের নাম	মৌজার নাম	জমির পরিমান (একর)
০১	মুক্তাগাছা	বাশাটি	মন্ডলসেন	মন্ডলসেন	০.৫০০
০২	মুক্তাগাছা	বাশাটি	মন্ডলসেন	মন্ডলসেন	০.৫০০
০৩	মুক্তাগাছা	বাশাটি	জয়ধা পূর্বপাড়া	জয়ধা পূর্বপাড়া	০.৪০০
০৪	হালুয়াঘাট	বিলডুরা	দরিনগুয়া	দরিনগুয়া	০.৫০০
০৫	ঈশ্বরগঞ্জ	মাইজবাগ	দত্তগ্রাম পুকুর	দত্তগ্রাম	০.৬০০
০৬	ঈশ্বরগঞ্জ	মাইজবাগ	উত্তমপুর	উত্তমপুর	০.৪০০
০৭	ঈশ্বরগঞ্জ	আঠারবাড়ী	কুল্লা	কুল্লা	০.৯৩০
০৮	গৌরীপুর	গৌরীপুর	ডিউপাড়া	ডিউপাড়া	০.৪০০
০৯	গৌরীপুর	ডৌহাখলা	কাজিরপানাটি	কাজিরপানাটি	০.৫০০
১০	গৌরীপুর	রামগোপালপুর	ধরুয়া	ধরুয়া	০.৪০০
১১	নান্দাইল	আচারগাঁও	ধরগাঁও	ধরগাঁও	০.৪০০
১২	তারাকান্দা	কাকনী	পানিহারি	পানিহারি	০.৩০০
১৩	তারাকান্দা	কাকনী	গোয়াতলা	গোয়াতলা	০.৫০০
১৪	তারাকান্দা	কামারগাঁও	উলমাকান্দা	উলমাকান্দা	০.৪০০
১৫	তারাকান্দা	বিসকা	বিসকা	বিসকা	০.৪০০
১৬	তারাকান্দা	বানিহালা	নগুয়া	নগুয়া	০.৫০০
১৭	তারাকান্দা	গালাগাঁও	মৈলুরা	মৈলুরা	০.৫০০
১৮	হালুয়াঘাট	বিলডুরা	চুপিনগর	চুপিনগর	০.৫০০
১৯	হালুয়াঘাট	ধারা	দড়িনগুয়া	দড়িনগুয়া	০.৭১০
২০	হালুয়াঘাট	শাকুয়াই	শাকনাইট	শাকনাইট	০.৫০০
২১	হালুয়াঘাট	স্বদেশী	বাউশী	বাউশী	০.৯৩০
২২	হালুয়াঘাট	নড়াইল	বীরগোছিনা	বীরগোছিনা	০.৭২০
২৩	ত্রিশাল	ত্রিশাল	পাঁচপাড়া মসজিদ কম্পাউন্ড	পাঁচপাড়া	০.৪০০
২৪	ত্রিশাল	বালিপাড়া	বালিপাড়া ২২ নং	বালিপাড়া	০.৪০০
২৫	ত্রিশাল	বালিপাড়া	বালিপাড়া (নতুন বাজার)	বালিপাড়া	০.৫০০
২৬	ত্রিশাল	বালিপাড়া	বিয়ারা(পূর্ব)	বিয়ারা (পূর্ব)	০.৪০০
২৭	গফরগাঁও	সালটিয়া	পুকুরিয়া	পুকুরিয়া	০.৪০০
২৮	গফরগাঁও	গফরগাঁও	পুকুরিয়া (পাঁচপাই বাজার)	পুকুরিয়া	০.৪০০
২৯	গফরগাঁও	সালটিয়া	পাতলাসিং	পাতলাসিং	০.৫০০

পুকুর ইজারার শর্তাবলি

(১) জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ-এর তহবিলে সিডিউলের মূল্য জমা দিয়ে ব্যাংক স্ক্রল এ অফিসে দাখিল পূর্বক সিডিউল সংগ্রহ করা যাবে এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ হতে নগদ মূল্যে সিডিউল সংগ্রহ করা যাবে।

(২) ১ জুলাই, ২০২৬ হতে ৩০ জুন, ২০২৯ পর্যন্ত ৩ (তিন) বছর সময়ের জন্য ইজারা প্রদান করা হবে। মেয়াদ শেষে ইজারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

(৩) দরপত্র দাখিলকারীদেরকে নিজ নিজ দরপত্রের দেয় দরের শতকরা ১২৫% ভাগ (দেয় দর ১০০%+ ভ্যাট ১৫% ও আয়কর ১০% সহ) টাকা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ এর অনুকূলে যে কোন তফসিলি ব্যাংকের ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার/ বি.ডি আকারে দরপত্রের সঙ্গে দাখিল করতে হবে ও খামের উপরে পুকুরের ক্রমিক নং ও নাম উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত দরপত্র দাতাকে কার্যাদেশ প্রদানের পূর্বেই সরকারী বিধান মোতাবেক দরদাতাকে নিজ খরচে ৩০০/- টাকা নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিল করতঃ জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(৫) অকৃতকার্য দরপত্র দাতার ব্যাংক ড্রাফট ফেরতযোগ্য হবে। কেবল সর্বোচ্চ দরপত্রদাতার দর জেলা পরিষদ মাসিক সভায় অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত তার ব্যাংক ড্রাফট ফেরত দেয়া হবে না।

(৬) দরপত্র লেখা কাটাকাটি হলে অনুস্বাক্ষর করতে হবে। ঘষামাজা লেখার উপর লেখা দরপত্র গ্রহণ করা হবে না। দরপত্রের প্রতি পৃষ্ঠা পাঠ করে দরপত্র দাতাগণকে স্বাক্ষর করতে হবে, অন্যথায় দরপত্র অনিয়মিত বলে বাতিল যোগ্য হবে।

(৭) ইজারাদারগণ কোন ক্রমেই ইজারাপ্রাপ্ত পুকুর অন্য কারো নিকট পুনঃইজারা (সাবলীজ) দিতে পারবেন না। ইজারাদার কর্তৃক অন্য কারো নিকট সাবলীজ দেয়া প্রমাণিত হলে লীজ বাতিল পূর্বক ইজারার সমুদয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(৮) জেলা পরিষদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী পুকুর পরিদর্শন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। ইজারাদারকে নিজ খরচে ইজারাকৃত পুকুরের পাড়ে **"এই পুকুরের মালিক জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ"** লেখাযুক্ত সাইন বোর্ড বাধ্যতামূলকভাবে প্রদর্শন করতে হবে যাতে সহজেই জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়।

(৯) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা জেলা পরিষদ কর্তৃক আরোপিত এবং পরবর্তীতে জারীকৃত সকল প্রকার আদেশ নির্দেশ পালন করতে ইজারাদার সার্বক্ষণিক বাধ্য থাকবেন। তদুপরি সরকার কর্তৃক সময় সময় পুকুর ইজারা সম্পর্কিত যে সকল নির্দেশ জারী করবে সে সকল নির্দেশ মানতে বাধ্য থাকবেন।

(১০) পুকুরের পানি এমনভাবে পরিষ্কার রাখতে হবে যেন জনসাধারণের পুকুরের পানি ব্যবহারের কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয়।

(১১) বন্যায় পুকুরের কোন ক্ষতি হলে তজ্জন্য ইজারাদার কোন ক্ষতিপূরণ কিংবা টাকা ফেরত চাইতে পারবেন না।

(১২) দরপত্রে ইজারার টাকা পর্যাপ্ত না হলে পুনরায় দরপত্র আহবান করা হবে। এক্ষেত্রে প্রতি বারের সর্বোচ্চ দর দাতার জমাকৃত ব্যংক ড্রাফ্ট ইজারা চূড়ান্ত নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এ কার্যালয়ে জমা থাকবে এবং এতে প্রতিবারের সর্বোচ্চ দরপত্র দাতার কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে তিনি বর্ধিত হারে ইজারা নিতে চাইলে পরবর্তী টেন্ডার গ্রহণের তারিখে সিডিউল ক্রয়পূর্বক অতিরিক্ত টাকার ব্যাংক ড্রাফট জমা দিতে পারবেন।

(১৩) ডাকযোগে কোন দরপত্র গ্রহণ করা হবে না।

(১৪) ইজারাদার পুকুরের সীমানা ও আকার আকৃতির কোন পরিবর্তন করতে পারবেন না এবং এ ধরনের কোন পরিবর্তন হলে ইজারাদার তা রোধ করবেন।

(১৫) উপরিউক্ত কোন একটি শর্ত/শর্তাবলীর বরখেলাপ হলে ইজারা বাতিল করে জমাকৃত সমুদয় টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অবশিষ্ট সময়ের জন্য বিধি অনুযায়ী ইজারা কার্যক্রম/অন্যবিধ যৌক্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(১৬) কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ যেকোন দরপত্র গ্রহণ ও বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০২.০৬.২০২৬
(শাহ্ মোঃ কামরুল হুদা)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ
০২৯৯৬৬-৬৫৮৬৪(অফিস)
ceozpmym@gmail.com

কৃষি জমির তফসিল

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	মৌজা	এসএ খতিয়ান নং	এসএ দাগ নং	জমির পরিমাণ	জমির শ্রেণী
১.	ময়মনসিংহ	সদর	কাওয়ালটি	৩	৩৬৪, ৩৬৫,৩৬৬, ৩৬৭,৩৬৮,৫৮০	৩.১৫ একর	কৃষি

কৃষি জমি ইজারার শর্তাবলি

(১) জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ-এর তহবিলে সিডিউলের মূল্য জমা দিয়ে ব্যাংক স্ক্রল এ অফিসে দাখিল পূর্বক সিডিউল সংগ্রহ করা যাবে এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ হতে নগদ মূল্যে সিডিউল সংগ্রহ করা যাবে।

(২) ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের জন্য (১ জুলাই, ২০২৬ হতে ৩০ জুন, ২০২৭ পর্যন্ত) ০১ (এক) বছর সময়ের জন্য ইজারা প্রদান করা হবে। মেয়াদ শেষে ইজারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

(৩) দরপত্র দাখিলকারীদের নিজ নিজ দরপত্রে দেয় দরের শতকরা ১২৫% ভাগ (দেয় দর ১০০% + ভ্যাট ১৫% ও আয়কর ১০% সহ) টাকা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ এর অনুকূলে যে কোন তফসিলি ব্যাংকের ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার/বি.ডি আকারে দরপত্রের সঙ্গে দাখিল করতে হবে ও খামের উপরে কৃষি জমির দাগ নম্বর ও মৌজার নাম উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত দরপত্রদাতাকে কার্যাদেশ প্রদানের পূর্বেই সরকারি বিধান মোতাবেক নিজ খরচে ৩০০/- (তিনশত) টাকা মূল্যের নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিলপূর্বক জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(৫) অকৃতকার্য দরপত্রদাতার ব্যাংক ড্রাফট ফেরতযোগ্য হবে। কেবলমাত্র সর্বোচ্চ দরপত্রদাতার দর জেলা পরিষদের মাসিক সভায় অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত তার ব্যাংক ড্রাফট ফেরত প্রদান করা হবে না।

(৬) দরপত্রে কাটাকাটি থাকলে সংশ্লিষ্ট স্থানে অনুস্বাক্ষর করতে হবে। ঘষামাজা করে লিখিত দরপত্র গ্রহণ করা হবে না। দরপত্রের প্রতিটি পৃষ্ঠা পাঠ করে দরপত্রদাতাগণকে স্বাক্ষর করতে হবে; অন্যথায় দরপত্র অনিয়মিত হিসেবে বাতিলযোগ্য হবে।

(৭) ইজারাদারগণ কোনক্রমেই ইজারাপ্রাপ্ত কৃষি জমি অন্য কারো নিকট পুনঃইজারা (সাবলিজ) প্রদান করতে পারবেন না। ইজারাদার কর্তৃক অন্য কারো নিকট সাবলিজ প্রদান করা হয়েছে মর্মে প্রমাণিত হলে ইজারা বাতিলপূর্বক ইজারার সমুদয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(৮) জেলা পরিষদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী জমি পরিদর্শনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। ইজারাদার কর্তৃক নিজ খরচে ইজারাকৃত জমিতে "এই জমির মালিক জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ" লেখাযুক্ত সাইনবোর্ড বাধ্যতামূলকভাবে প্রদর্শন করতে হবে, যাতে তা সহজেই জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়।

(৯) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা জেলা পরিষদ কর্তৃক আরোপিত এবং পরবর্তীতে জারিকৃত সকল প্রকার আদেশ-নির্দেশ পালন করতে ইজারাদার সার্বক্ষণিক বাধ্য থাকবেন। তদুপরি সরকার কর্তৃক সময় সময় জমি ইজারা সম্পর্কিত জারিকৃত সকল নির্দেশনাও মানতে বাধ্য থাকবেন।

(১০) জমি এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে, যাতে পার্শ্ববর্তী অন্য কারো জমি ব্যবহারে কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয়।

(১১) বন্যায় ফসলের কোন ক্ষতি হলে ইজারাদার কোন ক্ষতিপূরণ কিংবা টাকা ফেরত দাবি করতে পারবেন না।

(১২) দরপত্রে ইজারার মূল্য পর্যাপ্ত না হলে পুনরায় দরপত্র আহবান করা হবে। এক্ষেত্রে প্রতিবারের সর্বোচ্চ দরপত্রদাতাদের জমাকৃত টাকা ইজারা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এ কার্যালয়ে জমা থাকবে এবং এ বিষয়ে প্রতিবারের সর্বোচ্চ দরপত্রদাতাদের কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে তিনি বর্ধিত হারে ইজারা গ্রহণে আগ্রহী হলে পরবর্তী টেন্ডার গ্রহণের তারিখে সিডিউল ক্রয়পূর্বক অতিরিক্ত টাকার ব্যাংক ড্রাফট জমা দিতে পারবেন।

(১৩) ডাকযোগে কোন দরপত্র গ্রহণ করা হবে না।

(১৪) ইজারাদার জমির সীমানা, আকার-আকৃতি এবং ভূমির শ্রেণীর কোন পরিবর্তন করতে পারবেন না। এ ধরনের কোন পরিবর্তন সংঘটিত হলে ইজারাদার তা প্রতিরোধ করবেন।

(১৫) উপরিউক্ত কোন একটি শর্ত/শর্তাবলীর বরখেলাপ হলে ইজারা বাতিল করে জমাকৃত সমুদয় টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অবশিষ্ট সময়ের জন্য বিধি অনুযায়ী ইজারা কার্যক্রম/অন্যবিধ যৌক্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(১৬) কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ যে কোন দরপত্র গ্রহণ ও বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০২.০৬.২০২৬
(শাহ্ মোঃ কামরুল হুদা)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ
০২৯৯৬৬-৬৫৮৬৪(অফিস)
ceozpmym@gmail.com

যাত্রী ছাউনি দোকানের তালিকা

ক্রঃ নং	অবস্থান ও বিবরণ	মাসিক ভাড়া
০১।	ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলাধীন নতুন বাস ষ্ট্যান্ডে অবস্থিত যাত্রী ছাউনির দোকান (পূর্ব পার্শ্ব)।	১,৪০০/-
০২।	ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলাধীন নতুন বাস ষ্ট্যান্ডে অবস্থিত যাত্রী ছাউনির দোকান (পশ্চিম পার্শ্ব)।	১,৪০০/-
০৩।	গফরগাঁও উপজেলাধীন পাবলিক হল সংলগ্ন (পুরাতন হাসপাতাল) যাত্রী ছাউনির দোকান (উত্তর পার্শ্ব)।	১,৪০০/-
০৪।	গফরগাঁও উপজেলাধীন পাবলিক হল সংলগ্ন (পুরাতন হাসপাতাল) যাত্রী ছাউনির দোকান (দক্ষিন পার্শ্ব)।	১,৪০০/-
০৫।	গফরগাঁও উপজেলাধীন দৌলতপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও মুনিরিয়া সিনিয়র আলিম মাদ্রসা সংলগ্ন যাত্রী ছাউনির দোকান (উত্তর পার্শ্ব)।	১,৪০০/-
০৬।	গফরগাঁও উপজেলাধীন দৌলতপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও মুনিরিয়া সিনিয়র আলিম মাদ্রসা সংলগ্ন যাত্রী ছাউনির দোকান (দক্ষিণ পার্শ্ব)।	১,৪০০/-
০৭।	গফরগাঁও উপজেলাধীন যশরা ইউনিয়নের কাঠালীডিঙ্গা তিন রাস্তার মোড় জেলা পরিষদ যাত্রী ছাউনির দোকান (উত্তর পার্শ্ব)	১,৪০০/-
০৮।	গফরগাঁও উপজেলাধীন যশরা ইউনিয়নের কাঠালীডিঙ্গা তিন রাস্তার মোড় জেলা পরিষদ যাত্রী ছাউনির দোকান (দক্ষিণ পার্শ্ব)	১,৪০০/-
০৯।	গফরগাঁও উপজেলাধীন শিবগঞ্জ-ত্রিশাল সড়কে পালইকান্দা সুরুজের বাড়ির নিকট যাত্রী ছাউনির দোকান (উত্তর পার্শ্ব)	১,৪০০/-
১০।	গফরগাঁও উপজেলাধীন শিবগঞ্জ-ত্রিশাল সড়কে পালইকান্দা সুরুজের বাড়ির নিকট যাত্রী ছাউনির দোকান (দক্ষিণ পার্শ্ব)	১,৪০০/-
১১।	নান্দাইল উপজেলাধীন সমূর্ত্তজাহান মহিলা ডিগ্রী কলেজের সামনে অবস্থিত যাত্রী ছাউনির দোকান (পূর্ব পার্শ্ব)।	১,৪০০/-
১২।	নান্দাইল উপজেলাধীন সমূর্ত্তজাহান মহিলা ডিগ্রী কলেজের সামনে অবস্থিত যাত্রী ছাউনির দোকান (পশ্চিম পার্শ্ব)।	১,৪০০/-

যাত্রী ছাউনির দোকান ইজারা/বরাদ্দ (যেটি প্রযোজ্য)-এর শর্তাবলী

(১) বরাদ্দকৃত যাত্রী ছাউনির দোকানের ভাড়া মাসিক ভিত্তিতে ০১ (এক) বছরের জন্য চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। কার্যাদেশ প্রাপ্তির ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে ইজারা প্রদত্ত যাত্রী ছাউনির দোকান বরাদ্দপ্রাপ্ত/ ইজারাদারকে বুঝে নিতে হবে।

(২) যাত্রী ছাউনির দোকানের অবস্থান সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করে দরপত্র দাখিল করতে হবে। দরপত্র দাখিলের পর এ বিষয়ে কোনো আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না

(৩) বরাদ্দ গ্রহীতাকে নিজ দায়িত্বে বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে হবে এবং নিয়মিত যাত্রী ছাউনি দোকানের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৪) বরাদ্দকৃত যাত্রী ছাউনি দোকানের আশেপাশে কোনো প্রকার অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না এবং বর্তমান অবকাঠামোর কোনো প্রকার পরিবর্তন করা যাবে না। তবে বরাদ্দ গ্রহীতা নিজ দায়িত্বে/নিজ খরচে যাত্রী ছাউনির দোকান ঘর চুনকাম ও রংকরণ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ যাত্রী ছাউনি কথাটি বড় আকারে স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

(৫) যাত্রী ছাউনি দোকানের মালিকানা ময়মনসিংহ জেলা পরিষদের বজায় থাকবে। বরাদ্দ গ্রহীতা দোকানের পজিশন ব্যতীত অধিক জায়গা ব্যবহার করতে পারবেন না। যাত্রী ছাউনি দোকানের ছাদ জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে কোনো বিজ্ঞাপন সংস্থাকে ভাড়া দিতে পারবেন। এক্ষেত্রে বরাদ্দ গ্রহীতাগণ কোনো আপত্তি করতে পারবেন না।

(৬) যাত্রী ছাউনির দেয়ালে কোন প্রকার পোস্টার লাগানো বা শ্লোগান লেখা যাবে না। এ বিষয়টি বরাদ্দ গ্রহীতা নিশ্চিত করবেন।

(৭) ময়মনসিংহ জেলা পরিষদের তহবিলে সিডিউলের মূল্য জমা দিয়ে ব্যাংক স্ক্রল এই অফিসে দাখিল পূর্বক সিডিউল সংগ্রহ করা যাবে এবং জেলা প্রশাসক কার্যালয়, ময়মনসিংহ হতে নগদ মূল্যে সিডিউল সংগ্রহ করা যাবে।

(৮) প্রতি বছর জুলাই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরবর্তী ০১(এক) অর্থ বছরের ভাড়ার সমুদয় টাকা (ভ্যাটসহ) অগ্রীম পরিশোধ পূর্বক চুক্তিপত্র নবায়ন করতে হবে। অন্যথায় দোকান বরাদ্দ বাতিল পূর্বক জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে। এ বিষয়ে বরাদ্দ গ্রহীতার কোন ওজর/আপত্তি গ্রহনযোগ্য হবে না। প্রতি ৩ (তিন) বছর পর পর ভাড়া ১০% হারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে।

(৯) যদি কোন বরাদ্দ গ্রহীতা যাত্রী ছাউনির দোকান পরিচালনা করতে অপারগ/ব্যর্থ হন সেক্ষেত্রে বরাদ্দ গ্রহীতার জমাকৃত জামানত হতে **বাৎসরিক ২% হারে সার্ভিস চার্জ** কর্তনবাদে অবশিষ্ট জামানত ফেরৎ প্রদান করা হবে।

(১০) দরপত্র দাখিলকারীদেরকে নিজ নিজ দরপত্রের দেয় দরের জামানতের সম্পূর্ণ টাকা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ এর অনুকূলে যে কোন তফসিলি ব্যাংকের ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার/ বি.ডি আকারে দরপত্রের সঙ্গে দাখিল করতে হবে ও খামের উপরে যাত্রী ছাউনি দোকানের ক্রমিক নং ও অবস্থানের নাম উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

(১১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত দরপত্র দাতাকে কার্যাদেশ প্রদানের পূর্বেই সরকারী বিধান মোতাবেক দরদাতাকে নিজ খরচে ৩০০/- টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিল করতঃ জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(১২) অকৃতকার্য দরপত্র দাতার ব্যাংক ড্রাফট ফেরতযোগ্য হবে। কেবল মাত্র সর্বোচ্চ দরপত্রদাতার দর জেলা পরিষদ মাসিক সভায় অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর ব্যাংক ড্রাফট ফেরত দেয়া হবে না।

(১৩) দরপত্র লেখা কাটাকাটি হলে অনুস্বাক্ষর করতে হবে। ঘষামাজা লেখার উপর লেখা দরপত্র গ্রহণ করা হবে না। দরপত্রের প্রতি পৃষ্ঠা পাঠ করে দরপত্র দাতাগণকে স্বাক্ষর করতে হবে, অন্যথায় দরপত্র অনিয়মিত বলে বাতিল যোগ্য হবে।

(১৪) বরাদ্দ গ্রহীতাগণ কোন ক্রমেই বরাদ্দপ্রাপ্ত যাত্রী ছাউনির দোকান জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন ছাড়া অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করতে পারবেন না। তবে হস্তান্তরের আবেদন সম্বলিত হস্তান্তর ফি বাবদ দাতা ২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার) ও গ্রহীতা ২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার) টাকা (অফেরৎযোগ্য) জেলা পরিষদ তহবিলে জমা প্রদান সাপেক্ষে আবেদনটি জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করতে পারবেন। আবেদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হলে ৩০০/- (তিনশত) টাকা মূল্যমানের ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে দোকান হস্তান্তর চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে।

(১৫) দরপত্রে জামানতের টাকা পর্যাপ্ত না হলে পুনরায় পরবর্তী পর্যায়ে সিডিউল বিক্রয় করা হবে। এক্ষেত্রে প্রতি বারের সর্বোচ্চ দরপত্র দাতাদের জমাকৃত টাকা বরাদ্দ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই কার্যালয়ে জমা থাকবে এবং এতে প্রতিবারের সর্বোচ্চ দরপত্র দাতাদের কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে তিনি বর্ধিত হারে বরাদ্দ নিতে চাইলে পরবর্তী টেন্ডার গ্রহণের তারিখে সিডিউল ক্রয়পূর্বক অতিরিক্ত টাকার ব্যাংক ড্রাফট জমা দিতে পারবেন।

(১৬) বরাদ্দ গ্রহীতা বরাদ্দ প্রাপ্ত যাত্রী ছাউনি দোকানে ইচ্ছামত কোন দাহ্য পদার্থ/ অন্য কোন অনুমোদনবিহীন পণ্যের ব্যবসা করতে পারবেন না। এ সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রমানিত হলে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বরাদ্দ বাতিল হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে বরাদ্দ গ্রহীতার কোন আপত্তি চলবে না।

(১৭) বরাদ্দ গ্রহীতাগণ পরিদর্শন বহি সংরক্ষণ করবেন। জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় যাত্রী ছাউনি দোকান পরিদর্শনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

(১৮) ডাকযোগে কোন দরপত্র গ্রহণ করা হবে না।

(১৯) উপরিউক্ত কোন একটি শর্ত/শর্তাবলীর বরখেলাপ হলে ইজারা বাতিল করে জমাকৃত সমুদয় টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অবশিষ্ট সময়ের জন্য বিধি অনুযায়ী ইজারা কার্যক্রম/অন্যবিধ যৌক্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(২০) কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ যে কোন দরপত্র গ্রহণ ও বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০২.০৬.২০২৬
(শাহ্ মোঃ কামরুল হুদা)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ
০২৯৯৬৬-৬৫৮৬৪(অফিস)
ceozpmym@gmail.com

গণশৌচাগার (পাবলিক টয়লেট) এর তালিকা

ক্রঃ নং	অবস্থান	বিবরণ
০১	জেলা পরিষদ সুপার মার্কেট (সদর) সংলগ্ন পাবলিক টয়লেট।	০২ টি টয়লেট ০২ টি প্রস্রাবখানা।
০২	হালুয়াঘাট বাজার সংলগ্ন পাবলিক টয়লেট (হালুয়াঘাট)।	০২ টি টয়লেট ০২ টি প্রস্রাবখানা।
০৩	ঈশ্বরগঞ্জ জেলা পরিষদ সুপার মার্কেট সংলগ্ন পাবলিক টয়লেট।	০২ টি টয়লেট ০২ টি প্রস্রাবখানা
০৪	ফুলপুর উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন পাবলিক টয়লেট।	০২ টি টয়লেট ০২ টি প্রস্রাবখানা
০৫	গৌরীপুর উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন পাবলিক টয়লেট।	০২ টি টয়লেট ০২ টি প্রস্রাবখানা
০৬	ফুলবাড়ীয়া উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন পাবলিক টয়লেট।	০২ টি টয়লেট ০২ টি প্রস্রাবখানা
০৭	তারাকান্দা উপজেলাধীন জেলা পরিষদ মার্কেটের পাবলিক টয়লেট	০২ টি টয়লেট ও ০২ টি প্রস্রাবখানা

গণশৌচাগার (পাবলিক টয়লেট) ইজারার শর্তাবলী

(১) কার্যাদেশ প্রাপ্তির ০৭(সাত) দিনের মধ্যে ইজারা প্রদত্ত পাবলিক টয়লেটের সাইট কৃতকার্য ইজারাদারকে বুঝে নিতে হবে।

(২) পাবলিক টয়লেটের অবস্থান সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করে দরপত্র দাখিল করতে হবে। দরপত্র দাখিলের পর এ বিষয়ে কোন আপত্তি গ্রহণ যোগ্য হবে না।

(৩) ইজারাদারকে নিয়মিতভাবে পাবলিক টয়লেটের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে হবে।

(৪) ইজারাকৃত পাবলিক টয়লেটের আশেপাশে কোন প্রকার অবকাঠামো নির্মান করা যাবে না এবং বর্তমান অবকাঠামোর কোন প্রকার পরিবর্তন করা যাবে না।

(৫) ইজারাদারকে সবসময় পাবলিক টয়লেট পরিস্কার পরিছন্ন রাখতে হবে।

(৬) ইজারাদারকে টয়লেট ব্যবহারের জন্য নিজ খরচে বালতি ও বদনাসহ পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(৭) ময়মনসিংহ জেলা পরিষদের তহবিলে সিডিউলের মূল্য জমা দিয়া ব্যাংক স্ক্রল এই অফিসে দাখিল পূর্বক সিডিউল সংগ্রহ করা যাবে এবং জেলা প্রশাসক কার্যালয়, ময়মনসিংহ হতে নগদ মূল্যে সিডিউল সংগ্রহ করা যাবে।

(৮) ০১ জুলাই, ২০২৬ হতে ৩০ জুন, ২০২৭ তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক) বৎসর মেয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত দেয়া হবে। মেয়াদ শেষে ইজারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

(৯) দরপত্র দাখিলকারীদেরকে নিজ নিজ দরপত্রের দেয় দরের শতকরা ১২৫% ভাগ (দেয় দর ১০০% + ভ্যাট ১৫% ও আয়কর ১০% সহ) টাকা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ এর অনুকূলে যে কোন তফসিলি ব্যাংকের ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার/ বি.ডি আকারে দরপত্রের সহিত দাখিল করতে হবে ও খামের উপরে পাবলিক টয়লেটের ক্রমিক নং ও অবস্থানের নাম উলেখ করতে হবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

(১০) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত দরপত্র দাতাকে কার্যাদেশ প্রদানের পূর্বেই সরকারী বিধান মোতাবেক দরদাতাকে নিজ খরচে ৩০০/- টাকা নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিল করতঃ জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(১১) অকৃতকার্য দরপত্র দাতার ব্যাংক ড্রাফট ফেরতযোগ্য হবে। কেবল মাত্র সর্বোচ্চ দরপত্রদাতার দর জেলা পরিষদ মাসিক সভায় অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত তাহার ব্যাংক ড্রাফট ফেরত দেওয়া হবে না।

(১২) দরপত্র লেখা কাটাকাটি হলে অনুস্বাক্ষর করতে হবে। ঘষামাজা লেখার উপর লেখা দরপত্র গ্রহণ করা হবে না। দরপত্রের প্রতি পৃষ্ঠা পাঠ করে দরপত্র দাতাগণকে স্বাক্ষর করতে হবে, অন্যথায় দরপত্র অনিয়মিত বলে বাতিল যোগ্য হবে।

(১৩) ইজারাদারগণ কোন ক্রমেই ইজারাপ্রাপ্ত পাবলিক টয়লেট অন্য কারো নিকট পুনঃ ইজারা (সাব লীজ) দিতে পারবেন না। ইজারাদার কর্তৃক অন্য কারো নিকট সাবলীজ দেওয়া প্রমাণিত হলে লীজ বাতিল পূর্বক ইজারার সমুদয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(১৪) দরপত্রে ইজারার টাকা পর্যাপ্ত না হলে পুনরায় দরপত্র আহবান করা হবে। এক্ষেত্রে প্রতি বারের সর্বোচ্চ দরপত্র দাতাদের জমাকৃত ব্যংক ড্রাফট ইজারা চূড়ান্ত নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই কার্যালয়ে জমা থাকবে এবং ইহাতে প্রতিবারের সর্বোচ্চ দরপত্র দাতাদের কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে তিনি বর্ধিত হারে ইজারা নিতে চাইলে পরবর্তী টেন্ডার গ্রহণের তারিখে সিডিউল ক্রয়পূর্বক অতিরিক্ত টাকার ব্যাংক ড্রাফট জমা দিতে পারবেন।

(১৫) ইজারাদার পাবলিক টয়লেট ব্যবহারের জন্য জন প্রতি পায়খানা করা বাবদ ৫.০০ (পাঁচ) টাকা ও প্রস্রাব করা বাবদ ২.০০ (দুই) টাকা হারে আদায় করতে পারবে। নির্ধারিত ফি আদায় ছাড়া অতিরিক্ত হারে অন্য কোন প্রকারের আর্থিক সুবিধা আদায় করতে পারবেন না।

(১৬) ইজারাদারগণ রশিদের মাধ্যমে মাশুল আদায় করবেন।

(১৭) ইজারাদারগণ পরিদর্শন বহি সংরক্ষণ করবেন। জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় পাবলিক টয়লেট পরিদর্শনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

(১৮) উপরিউক্ত কোন একটি শর্ত/শর্তাবলীর বরখেলাপ হলে ইজারা বাতিল করে জমাকৃত সমুদয় টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অবশিষ্ট সময়ের জন্য বিধি অনুযায়ী ইজারা কার্যক্রম/অন্যবিধ যৌক্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(১৯) কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ যে কোন দরপত্র গ্রহণ ও বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০২.০৬.২০২৬
(শাহ্ মোঃ কামরুল হুদা)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ
০২৯৯৬৬-৬৫৮৬৪(অফিস)
ceozpmym@gmail.com